১৪. কর্মীদের EPS এর ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে যে কোনো সময় তাঁর চাকরি সংক্রান্ত তথ্য নিজেই জানার সুযোগ রয়েছে।

১৫. কোরিয়ায় চাকুরিতে যোগদানের পর কর্মীগণ প্রাথমিকভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করতে পারবে এবং বৈধভাবে উক্ত চাকুরি সম্পন্ন করলে পুন:রায় কোরিয়া যাওয়ার সুযোগ রয়েছে।

স্কিল টেস্ট (Skill Test)

এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২ সাল থেকে কম্পিউটার বেইজড টেস্ট (সিবিটি)-এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্কিল টেস্ট চালু করেছে। এইচ.আর.ডি কোরিয়া ২০১২-২০১৬ পর্যন্ত মোট ০৮ টি স্কিল টেস্ট গ্রহণ করেছে। ২০১২-২০১৫ পর্যন্ত স্কিল টেস্ট-এ কোনো পাশ নম্বর ছিলো না। মূলত প্রার্থীদের শারীরিক ফিটনেস,স্মার্টনেস, বুদ্ধিমত্তা, ভাষা দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সনদ যাচাই করা হতো। তবে ২০১৬ সাল থেকে প্রার্থীকে স্কিল টেস্টে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ ও পাশ নম্বর সংযোজন করা হয়েছে। যাতে প্রার্থীকে এ টেস্টে পাশ করতে হবে।।

কোরিয়া পুন:চাকুরি (রি-এন্ট্রি)-এর সুযোগ

MoU এর শর্তানুযায়ী বিদেশী শ্রমিকরা কোরিয়াতে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি সম্পন্ন শেষে নিজ নিজ দেশে ফেরত যেতে হয়। এ পদ্ধতিতে কোরিয়ার মালিকরা এক দিকে যেমন দক্ষ শ্রমিক হারাচ্ছিল, অপরদিকে বিদেশী শ্রমিকদের অবৈধভাবে কোরিয়া অবস্থানের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোরিয়া সরকার ২০১২ সাল থেকে মালিক ও শ্রমিকদের স্বার্থে কোরিয়া ভাষায় দক্ষ এবং কোরিয়ায় কর্মে অভিজ্ঞতা আছে এমন কর্মীদের রি-এন্ট্রি সিস্টেম চালু করেছে। প্রথমবার কোরিয়াগামী কর্মীগণ কোরিয়াতে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করার পর দ্বিতীয়বারের জন্য পুনরায় কোরিয়াতে রি-এন্ট্রির সুযোগ পায় এবং আরও ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করতে পারে। রি-এন্ট্রি নিম্নবর্ণিত দুই ভাবে হয়ে থাকে:

- কমিটেড ওয়ার্কার: যারা কোরিয়ায় চাকুরি পরিবর্তন না করে বৈধভাবে ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরির প্রথম মেয়াদ সম্পন্ন করেছে তাঁরা দেশে ফেরত আসার পূর্বে সর্বশেষ কোম্পানি হতে নতুন জব কন্ট্রাক্ট পেলে সে কমিটেড ওর্য়াকার হিসেবে বিবেচিত হয় এবং দেশে এসে তিন মাস ছুটি উপভোগ করার পর পুনঃরায় ২য় মেয়াদের জন্য কোরিয়ায় গমন করে। এ সকল কর্মীর পুনরায় কোরিয়া ভাষায় পরীক্ষা প্রদান করতে হয় না।
- স্পেশাল সিবিটি: যারা কোরিয়ায় বৈধভাবে চাকুরি পরিবর্তন করেছে এবং সর্বশেষ কোম্পানিতে ন্যূনতম ০১ (এক) বৎসর কাজ সম্পন্ন করেছে এবং যাঁরা ৪ বৎসর ১০ মাস চাকুরি করার পর দেশে ফেরত এসেছে শুধু তাঁরাই স্পেশাল সিবিটিতে অংশগ্রহণের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন। উক্ত কর্মীরা কোরিয়া থেকে দেশে ফেরত এসে বিনা লটারিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে সিবিটিতে অংশগ্রহণ করে এবং এদের মধ্যে যাঁরা সিবিটি পাশ করে তাঁরা সরাসরি জব রোস্টারে অন্তর্ভুক্ত হয়। অত:পর জব অফার প্রাপ্তি সাপেক্ষে পুনরায় ২য় বারের জন্য কোরিয়ায় যেতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়া গমনের তথ্য

২০০৮ সাল থেকে কোরিয়ায় গমনের জন্য কোরিয়া কর্তৃক কোরিয়া ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মোট ২৬,১৫০ জন যোগ্য কর্মীর তথ্য জব রোস্টারের জন্য এইচ.আর.ডি কোরিয়ার নির্ধারিত Sending Public Agency System (SPAS)-এর মাধ্যমে ডাটাবেইজ সার্ভারে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কর্মীদের মধ্যে থেকে নভেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৯,৮৩৪ জন কর্মী দক্ষিণ কোরিয়া গমন করে। অবশিষ্ট প্রার্থীগণের দক্ষিণ কোরিয়ায় গমন প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।

উপসংহার

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা হতে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত প্রত্যেকটি কার্যক্রম অত্যন্ত স্বচ্ছতার সঙ্গে কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তির বা বোয়েসেল কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ করার কোনো সুযোগ নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকুরির জন্য রোস্টারভুক্ত হওয়াই কোরিয়ায় চাকুরির নিশ্চয়তা বহন করে না। কারণ বোয়েসেল বা HRD-Korea কোনো প্রার্থীকে চাকুরি প্রদান করতে পারে না, চাকুরি পাবার জন্য এ প্রতিষ্ঠান দুটি প্রার্থী এবং চাকুরি দাতার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে সহায়তা করে। কোরিয়ায় চাকরি দাতা হচ্ছে সেখানকার ছোট ছোট বেসরকারি কোম্পানি। কোনো কোম্পানি কোনো কর্মীকে জব অফার প্রদান করলেই কেবল তিনি দক্ষিণ কোরিয়ায় চাকরি পাবেন। কোরিয়া ভাষা পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেটের মেয়াদ ২ (দুই) বৎসর বহাল থাকে এবং যে কোনো কর্মীর রোস্টারের মেয়াদ ১ (এক) বৎসর। এ মেয়াদকালের মধ্যে কোনো চাকুরিদাতা কোম্পানি কোনো প্রাথীকে জব অফার না দিলে তাঁর কোরিয়া যাবার সুযোগ নেই। তিনি রোস্টার থেকে ডিলিট হয়ে যাবেন। তবে তাঁর বয়স ৩৯ বৎসরের মধ্যে থাকলে তিনি পুনরায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে লটারিতে নাম আসলে এবং কোরিয় ভাষা পরীক্ষা পাশ করে আবার রোস্টারভুক্ত হতে পারেন।

‘নৈতিক নিরাপদ ও উৎকর্ষময় অভিবাসন’

ইপিএস-এর আওতায় কোরিয়ায় অভিবাসন

(পয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম)

অভিবাসীর অধিকার
মর্যাদা ও ন্যায়বিচার

ISO 9001: 2015

বাংলাদেশ ওভারসিজ এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (বোয়েসেল)
(একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানি)
প্রবাসী কল্যাণ ভবন (৫ম তলা), ৭১-৭২ ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৩৬১১২৫, ৯৩৩৬৫০৮, ৯৩৬১৫১৫
ই-মেইল: info@boesl.org.bd /mdboesl@gmail.com

ভূমিকা

দক্ষিণ কোরিয়া Employment Permit System (EPS)-এর আওতায় বাংলাদেশসহ মোট ১৬টি দেশ থেকে বিদেশী কর্মী সংগ্রহ করে। দেশগুলি হচ্ছে Bangladesh, Cambodia, Indonesia, Kyrgyzstan, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippine, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, Uzbekistan, Vietnam, Laos Ges China। এ পদ্ধতিতে বাংলাদেশ থেকে কর্মী নিয়োগের লক্ষ্যে ২০০৭ সনে উভয় দেশের সরকারের মধ্যে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়। MoU-এর শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বোয়েসেল এবং দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পক্ষে Human Resources Development, Korea (HRD-Korea) কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া পরিচালনা করছে। বোয়েসেল ন্যূনতম অভিবাসন ব্যয়ে একটি নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ায় কর্মী প্রেরণ করছে।

EPS-এর মূল উদ্দেশ্য

- স্বল্প ব্যয়ে নিরাপদ অভিবাসন
- কোরিয়াসহ সকল দেশের শ্রমিকের সমমর্যাদাকরণ
- কোরিয় ভাষা-দক্ষতা ও স্কীল টেস্টের মাধ্যমে যোগ্য কর্মী নির্বাচন
- দক্ষিণ কোরিয়াতে নির্ধারিত সময়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ও অর্থ অর্জন এবং নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের পর জাতীয় উন্নয়নে দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে অবদান।
- নিশ্চিত কাজে সঠিক কর্মী প্রেরণ।

দক্ষিণ কোরিয়া গমনের যোগ্যতা

কোরিয়ায় চাকুরি প্রার্থীকে অবশ্যই কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বোঝার পারদর্শিতা থাকতে হবে। উক্ত পারদর্শিতা প্রমাণের জন্য প্রার্থীকে কোরিয়ান ভাষা পরীক্ষা পাশ করতে হবে। নিম্নবর্ণিত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোনো বাংলাদেশী কোরিয় ভাষা পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে:

- প্রার্থীর বয়স ১৮-৩৯ হতে হবে
- যাদের কোনো দিন ফৌজদারী অপরাধে জেল বা অন্য কঠিন শাস্তি হয়নি
- যারা দক্ষিণ কোরিয়ায় অবৈধভাবে অবস্থান করে নাই
- যাদের উপর বিদেশ যাত্রায় বাংলাদেশ সরকারের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই
- যাদের কোরিয় ভাষা পড়া, লেখা ও বোঝার পারদর্শিতা আছে
- স্বাস্থ্য পরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হবে
- অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট থাকতে হবে

দক্ষিণ কোরিয়া গমনের পদ্ধতি

দক্ষিণ কোরিয়াগামীদের অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন ও ভাষা পরীক্ষা থেকে শুরু করে দক্ষিণ কোরিয়া গমন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেয়া হল:

১. প্রথমে HRD কোরিয়া কর্তৃক অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও কোরিয় ভাষা পরীক্ষার সময়সূচি ঘোষণা। তৎপ্রেক্ষিতে ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে বোয়েসেল উক্ত সময়সূচি বিজ্ঞাপন আকারে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করে এবং বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইট ও নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হয়।

২. কোরিয়া ভাষা জানা প্রার্থীগণকে নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ডিজিটাল পাসপোর্টের (MRP) তথ্যের ভিত্তিতে বোয়েসেল-এর ওয়েবসাইটে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন হবে। যদি রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রার্থীর সংখ্যা ঘোষিত পরীক্ষার্থীর সংখ্যার চেয়ে বেশী হয় তাহলে কোরিয়ার প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকাশ্য অনলাইন লটারির মাধ্যমে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্ধারিত সংখ্যক প্রার্থী বাছাই করা হয়।

৩. বোয়েসেল বৈধ প্রার্থীগণের নিকট হতে নির্ধারিত ২০০০ টাকার পে-অর্ডার গ্রহণ করে চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর পাসপোর্ট অনুসারে তথ্য, ছবি ও পাসপোর্টের কপি HRD কোরিয়ার ডাটাবেইজ সার্ভারে আপলোড করা হয়।

৪. HRD-Korea কর্তৃক অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রার্থীদের কোরিয় ভাষা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের স্কিল টেস্ট গ্রহণ করা হয় এবং স্কিল টেস্ট বাধ্যতামূলক। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল বোয়েসেলে প্রেরণ করা হয়।

৫. বোয়েসেল কোরিয় ভাষা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের MoU-এর শর্তানুযায়ী জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ে মেডিকেল সম্পন্ন করার জন্য নোটিশ প্রদান করে।

৬. মেডিকেলে ফিট প্রার্থীগণকে মেডিকেল কার্ডসহ এইচ.আর.ডি কোরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত জব এপ্লিকেশন ফরম পূরণ করে পাসপোর্ট কপি ও অন্যান্য ডকুমেন্টস নির্ধারিত সময়ে বোয়েসেলে জমা করতে হয়।

৭. বোয়েসেল উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রয়োজনীয় ডাটা এইচ.আর.ডি কোরিয়ার নির্ধারিত সফটওয়্যার SPAS (Sending Public Agency System)-এর মাধ্যমে রোস্টারের জন্য ডাটাবেইজ সার্ভারে প্রেরণ করে। এইচ.আর.ডি কোরিয়া বোয়েসেল থেকে প্রেরণকৃত ডাটার তথ্য যাচাই করে কোটা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রার্থীদেরকে রোস্টারভুক্ত করে থাকে।

৮. রোস্টার থেকে কোরিয়ার বিভিন্ন কোম্পানির চাহিদা মোতাবেক HRD-Korea-এর রোস্টার থেকে Labour Contact (LC) ইস্যু হয়। বোয়েসেল LC ইস্যুকৃত কর্মীদের LC স্বাক্ষর করানো এবং সময়সূচি অনুযায়ী প্রিলিমিনারী ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

৯. বোয়েসেলের মাধ্যমে LC স্বাক্ষরকারী প্রার্থীগণ বোয়েসেলকে সার্ভিস চার্জ ২২,০৮০/- (ভ্যাটসহ), বোয়েসেল ডাটাবেইজ ফি ২০০/-, ভিসা ফি ৪,৬৮০/-, বহিঃগমন ফি ৩,৫০০/-, স্মার্ট কার্ড ফি ২৫০/- এবং ট্যাঙবাবদ ৮০০/- টাকাসহ সর্বমোট ৩১,৬৩০/- টাকার পে-অর্ডার এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলে ১১৪৫/- টাকার পে-অর্ডার প্রদান করে থাকে।

১০. প্রার্থীগণ প্রিলিমিনারি ট্রেনিং সম্পন্ন করে সার্টিফিকেটসহ বোয়েসেল অফিসে এসে ভিসা ফরম পূরণ করে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স ও জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি এবং ভিসা সংক্রান্ত সকল কাগজ জমা করতে হয়।

১১. এইচ.আর.ডি কোরিয়া থেকে প্রতি সপ্তাহে ফ্লাইট-এর তালিকাপ্রাপ্তি সাপেক্ষে ফ্লাইটের জন্য নির্দিষ্ট এয়ারলাইন্সে টিকেটের জন্য বুকিং দেয়া হয় এবং উক্ত কর্মীদের জ্ঞাতার্থে ফ্লাইটের তারিখ, টিকেটের টাকা জমা সংক্রান্ত ও বোয়েসেল কর্তৃক আচরণ পরিবর্তন প্রেরণা প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য বোয়েসেল এর ওয়েবসাইটে নোটিশ প্রদান করা হয়। কর্মীগণ সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স অফিসে উপস্থিত হয়ে টিকেটের নির্ধারিত অর্থ জমা করে থাকে।

১২. বোয়েসেলের কর্মীদের ফ্লাইটের আগে 'আচরণ পরিবর্তন প্রেরণা প্রশিক্ষণ' সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদেরকে পাসপোর্ট ও টিকেট সংগ্রহ করে প্রার্থীদেরকে কোরিয়ায় গমন করতে হয়।

১৩. বোয়েসেল কর্তৃক কোরিয়া গমনরত কর্মীগণকে এইচ.আর.ডি কোরিয়া, কোরিয়াস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও কোরিয়াস্থ নিয়োগকারী কোম্পানি বিমানবন্দর থেকে রিসিভ করে ট্রেনিং ও মেডিকেলের উদ্দেশ্যে কর্মীদেরকে KBIZ Training Center-এ নিয়ে যায়। ট্রেনিংশেষে তারা চাকরিতে যোগদান করে।